Sanatan Dharma

ইতুপুজা ব্রতকথা

অগ্রহায়ণ মাসরে প্রত্যকে রববিার এই পুজো করে অগ্রহায়ণরে সংক্রান্তরি দনি পুকুর, নদী বা গঙ্গায় ইতু বসির্জন দতিে হয়। কুমারী ও সধবা সকলইে এই ব্রত করতে পার।ে

সঁদিূর, ফুল, দূর্বা, বলেপাতা, তলি হরতিকী, ধূপ, দীপ, নবৈদ্যে, সঁয়াকুল এবং ফল। কার্তকি মাসরে সংক্রান্তরি দনি, একটি বশে পরষ্কিার সরার মাঝখানে ঘট বসযি়ে তার চারদিকিে ধান, হলুদ, মান ও কচু গাছ একটা করে বসাতে হব।ে

এই সঙ্গে মটর, সরষ,ে শুষনী, কলমী আর পাঁচটি ছোট বটরে ডাল দতিে হয়। পুজোর শষেে নীচে লখো মন্ত্র বলে ঘটে প্রণাম করার নয়ি়ম।

মন্ত্র –

অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলস্ পাত্রে থুয়।ে

শুন একমনে ইতুর কথা সবে প্রাণ ভর ॥ে

ইতু দনে বর।

ধন-ধান্য,ে পুত্র-পৌত্রে বাড়ুক তাদরে ঘর ॥

কাঠি-কুটি কুড়াতে গলোম ইতুর কথা শুনে এলাম ।

এ কথা শুনলে কী হয়। নর্িধনরে ধন হয়।

অপুত্ররে পুত্র হয়।অশরণরে শরণ হয়।

অন্ধরে চক্ষু হয়, আইবুড়োর বয়িে হয়, অন্তমি কালে স্বর্গে যায়।।

অগ্রহায়ণ মাসরে প্রত্যকে রববিার এই পুজো করে অগ্রহায়ণরে সংক্রান্তরি দনি পুকুর, নদী বা গঙ্গায় ইতু বসির্জন দতিে হয়। যে কোনো একজন উপোসী থকেে ইতুর কথা শুনব।ে একজন কথা বলবে অপর জন কথা শুনব।ে

Published on: Jan, 09 2023 15:06

ইতুপূজা ব্রতকথা□এক রাজ্যে এক খুব গরীব বামুন -বামনী বাস করত। তাদের উমনো আর ঝুমনো নামে দু'টি মেয়ে ছিল। একদিন বামুনের খুব পিঠে খাবার ইচ্ছে হওয়ায় সে সব জিনিস যোগাড় করে নিয়ে এল,

বামনী রাত্তির বেলায় পিঠে করতে লাগল আর বামুন রান্নাঘরের পেছনে চুপ করে বসে পিঠে গুণতে লাগল। এরপর বামুনকে খেতে বসিয়ে বামনী যখন পরিবেশন করছে তখন বামুন বলল, "দু'খানা পিঠে কম হল কেন?" বামনী বলল যে, সে তার মেয়ে দু'টিকে দু'খানা পিঠে দিয়েছে।

এই কথা শুনে বামন খুবই রেগে গেল কিন্তু কিছু বলল না। এরপর একদিন সকাল বেলা বামুন বামনীকে বলল, আজ উম্নো-ঝুম্নোকে ওদের পিসির বাড়ি রেখে আসব। পিসির বাড়ি থাকলে দুটো খেতেও পাবে আর পরে ওখান থেকেই ওদের বে-ধারও ব্যবস্থা হতে পারবে।

আমার বোনের অবস্থা তো খুব ভাল□আমিই এতদিন অভিমান করে যাইনি। বামনী খুশী না হলেও মুখে কিছুই বলতে পারলো না।

বামুন উম্নো-ঝুম্নোকে নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হল। অনেকখানি হাঁটার পর বেলা প্রায় দুপুরে বামুন মেয়ে দু'টিকে নিয়ে একটা বনের মধ্যে ঢুকলো।

মেয়ে দু'টি খিদে-তেষ্টায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল, তারা আর বসে থাকতে পারল না, একটি বটগাছের ছায়ায় তাদের বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বামুন এইটাই চাইছিল, সুযোগ দেখে সে ইটের ওপর মেয়ে দু'টির মাথা রেখে চুপি চুপি পালিয়ে গেল। যাবার সময় কয়েকটি শামুক ও গুলি ভেঙ্গে তাতে আলতা মাখিয়ে ছড়িয়ে রেখে গেল।

মেয়ে দু'টির ঘুম ভাঙ্গতে দেখল যে□তাদের বাবা সেখানেই নেই আর চারদিকে খানিক রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। উমনো তখন ঝুমনোকে বলল, "বাবাকে বোধহয় বাঘে খেয়েছে।" ঝুম্নো বলল, "না না, আমরা যে দু'খানা পিঠে লুকিয়ে খেয়েছিলিলম, তাই বাবা রাগ করে আমাদের পিসির বাড়ি রেখে আসার নাম করে বনে ফেলে চলে গেছে। পিসি বলতে কোনো কালেই আমাদের কেউ নেই।"

এই ভয়ানক, বনের মধ্যে তাদের খুব ভয় করতে লাগল। দু'জনেই চোখের জলে ভাসতে লাগল□ কোথায় বা তারা যাবে, তাও ঠিক করতে পারল না। এমন সময় দূরে বাঘের গর্জন শোনা গেল।

Published on: Jan, 09 2023 15:06

বাঘরে গর্জন শুনে তার ভয়ে আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল , এবার বুঝি তাদরে বাঘরে পেতে যেতে হবে! তারা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, এমন সময় উমনো বলে উঠল, " ঝুমনো দি, ঐ দূরে একটি খুব বড় বটগাছ দেখো যাচ্ছে, চলো আমরা ওখানেই আশ্রয় নিই।"

উমনোর কথা শুনে দুজনে ছুটে গেলে সেই বট গাছরে কাছে। দুজনেই বট গাছরে সামনে হাত জোর করে বলল, "বাবা বটরূপী নারায়ণ, আমরা ভয়ানক বিপদে পড়েছি, ঐ শোনো দূরে বাঘরে গর্জন – বাঘটা এসে এখুনি আমাদরে খেয়ে ফলেবে – তুমি আমাদরে আশ্রয় দিয়ে বাচাও।"

উমনো-ঝুমনোর এই কাতর কথা শুনে বট গাছটি তখন দু ফাঁক হয়ে গেল, উমনো ঝুমনো তার সেই কোটররে মধ্যে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোটরটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাঘটা কাছে এসে মানুষরে গন্ধ পেয়ে চারপাশে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে সেখান থেকে চলে গেল। বাঘটা চলে যেতেই বটগাছটি আবার দু ফাঁক হয়ে গেল আর উমনো ঝুমনো কোটররে মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।

এখন তার কি করবে কোথায় যাবে কি করবে ভাবতে ভাবতে জঙ্গলরে মধ্যে চলতে লাগলো। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর তার জনবস্তি দেখেতে পেল। বন তখন তার পেরিয়ে এসছে। তার একটু দূরে দেখল যে তাদরে বয়সী কয়েকজন মেয়ে একটা পুকুররে পারে ঘট বসিয়ে কি সব পূজা করছে।

উমনো ঝুমন তাদরে কাছে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে তাদরে পুজোর ঘট গুলি সব উল্টে পড়ে গেল। সেই মেয়েগুলো তখন খুব রেগে গিয়ে বলল " কথা থেকে অলক্ষ্মী তোমরা এলে যে – আমাদরে ইতু পূজার ঘট গুলি সব উল্টে পাল্টে গেল।"

উমনো – ঝুমনো তখন খুব কাঁদতে কাঁদতে তাদরে দুখরে কথা গুলো সেই সব মদেরে কাছে বলতে লাগলো। সব কথা দুই বোনরে কাছ থেকে সোনার পর মেয়ে গুলোর তাদরে প্রতি দয়া হল।

তখন তারা বলল উমনো ঝুমনো কে বলল, "তোমাদরে কোন ভয় নেই, কাঁদতে ও হবনো তোমরা আমাদরে মত ইতু পূজা করো তাহলে তোমাদরে আর কোন দুখ থাকবনে।

যাও এখন তোমরা ঐ পুকুর থেকে স্নান করে এসো।" সেই মেয়েদেরে কথা মত উমনো ঝুমনো যেই পুকুরে নেমেছে অমনি পুকুররে সব জল শুকিয়ে গেল ও

Published on: Jan, 09 2023 15:06

পুকুররে মাছ গুলো ছটফট করে লাফাতে লাগলো।

উমনো ঝুমনো এই ব্যাপার দেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ময়ে গুলর কাছে ফিরে এসে সব কথা বলল। ময়েরো বলল এই নও ঘটরে দুর্ববা দচ্ছি, নিয়ে পুকুরে গিয়ে ফলো।"

ওদরে কথা মত উমনো ,ঝুমনো দুর্ববা গুলি নিয়ে পুকুরে গিয়ে ফলেতই আবার পুকুর জলে ভরে গলে।

তখন তারা দুজনে পুকুর থকে স্নান করে এল । স্নান করে ফিরে এসে ময়ে দুটি তাদরে ঘট আর দূর্বা দিয়ে ইতু পূজা সম্পূর্ণ করল । পুজোর পর দুই ময়ে বলল ,"এই বার ইতুর কাছে বর চয়ে নাও ।'

উমনো -ঝুমনো তখন ইতুর কাছে বর চাইল -"ইতু দবে!এই বর দাও ,যাতে আমাদরে বাবা -মায়রে দুখ দূর হয় ,আর ঘর ভর্তি সোনা -দানা ও টাকা -কড়ি হয়। "তারপর ময়ে দুটি বলল ,"এইবার তোমরা খুব ভক্তি করে ঘট নিয়ে বাড়রি দকিে যাও ।" তখন ঘট নিয়ে উমনো -ঝুমনো বাড়রি দকিে চলে গলে । ইতু দবেই তাদরে পথ দখেয়িে দলিনে ।

এ দকিে উমনো -ঝুমনোর বাবা- মা ইতুর বরে রাজার মত ধনবান হল । দুই বোন ক্রমে ঘট হাতে করে বাড়তিে এসে পছল । তাদরে বাবা -মা ভবেছেলি যে ,এতদনি ময়ে দুটকিে অবশই বাঘে খয়েে ফলেছে ।

আর ওদরে আপদ দূর হয়ছে । এমনি সময় হঠাৎ উমনো ঝুমনোকে বাড়ি ফরিতে দখেে তাদরে বাবা অবাক হয়ে বলল ,"তোরা এতদনি বঁচেছেলি?কোথা থকে ফরিে এলি এখন ?মরসি নি তোরা ?"

উমনো বলল, "বাবা !আমরা যদি মরতুম তাহলে আজ তোমরা এত বড় লোক হতে পড়তে না । আমরাই ইতু পুজো করে মা কে সন্তষ্ট করে তোমার রাজ্য হওয়ার বর চয়েছেলিুম -তাই তুমি আজ এত বড় লোক হতে পরেছো । "

তখন তাদরে বাবা মা তাদরে আদর করে ঘরে নিয়ে গলে । বমনীও তাদরে কথা শুনে ইতু পূজা আরম্ভ করল । বছর কয়কে পরে বামন – বামনীর সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম নলি ।

তখন তাদরে আনন্দ আর ধরনো । ধন , ঐশ্বর্য ও ছলে পয়ে , ময়ে দরে নিয়ে তারা মনরে সুখে ঘর সংসার করতে লাগল ।

Published on: Jan, 09 2023 15:06

এই ভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন এক রাজপুত্র কোটাল পুত্র দুই বন্ধু মিলে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে বামুনের বাড়িতে এসে হাজির হল । বেলা তখন দুপুর ,তাঁরা তখন খিদে তেষ্টায় অস্থির ।

রাজপুত্র এসে সামনে উমনো কে দেখে বললেন "আমাদের খুব তেষ্টা পেয়েছে, আমাদের একটু জল খাওয়াতে পর ?" উমনো তক্ষুনি ছুটে গিয়ে একটা ছোট্ট ভাঁড়ে করে জল এনে দিল।

এক ভাঁড় জল খেয়ে রাজপুত্ররের খুব ভয়ানক রাগ হল, কিন্তু কি আর করবেন, ভাবলেন যেটুকু জল পাওয়া গেছে, সেই টুকুই এখন খেয়ে নেওয়া যাক। এইভেবে রাজপুত্র ভাঁড় টি মুখে তুলে জল খেতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, যত জল ক্ষণ ভাঁড়ের জল আর কিছুতেই ফুরায় না।

তখন তিনি তার লোক লস্কর সকলকে সেই ভাঁড়ের জল খেতে দিলেন, তারাও রান ভরে জল ,খেলে তবুও ভাঁড়তের জল যেমন ছিল তেমনি রইল। তখন সকলে উমনোকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

রাজপুত্র উমনোকে বললেন তার বাবাকে ডেকে আনতে। ,উমনো গিয়ে বামুন কে ডেকে আনলো।

রাজপুত্র বামুনকে বললেন "আপনার মেয়েটি বড় ভাল আমি মদ্র দেশের যুবরাজ, যদি আনার কোনোম আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আনার এই মেয়েটি কে বিয়ে করতে চাই।"

বামুন তখন বললেন , " আপত্তি আমার কিছু নেই তবে আমার আর একটি মেয়ে আছে, তারও এখন বিয়ে হয়নি।" যুবরাজ বললেন " আমার সঙ্গে আছে কোটাল পুত্র আমার বন্ধু। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের দুইজনকে দুই মেয়ে দান করতে পারেন।"

বামুন দেখে চমত্কার সুযোগ সে আর দেরি করলনা, গধূলি লগ্নে উমনোর সঙ্গে যুবরাজের আর কোটাল পুত্ররের সঙ্গে ঝুমনোর বিয়ে দিয়ে দিল। অররে দিন উমনো ঝুমনো শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় বামনী বললেন "তোরা কি খেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবি" উমনো বলল

"আমি এখন রাজার রানী দাদ খনি চলের ভাত আর মাগুর ম্যাচের ঝোল ভাত করে রেঁধে দাও, আমি তাই খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে হাতির পিঠে বসে শ্বশুর বাড়িতে যাব। আর ঝুমনো বলল "আজ অগ্রহায়ন মাসের রবিবার, ফলমূল নিরামিষ খেয়ে ইতুর ঘট মাথায় নিয়ে আমি হাতির পিঠে চড়ে শ্বশুর বাড়ি

Published on: Jan, 09 2023 15:06

যাব।”

শষে পর্যন্ত দুই বোনরে খাওয়ার দুইরকম ব্যবস্থা হল। তারা খয়েে দয়িে যে যার স্বামীর সঙ্গে হাতরি পঠিে চড়ে শ্বশুর বাড়তিে রওনা হল।

উমনো যে পথ দয়িে যতেে লাগলো সখোনে তাদরে সামনে পড়ল গৃহ দাহ, মড়ক, দুর্ভক্ষি ও যত সব অমঙ্গলরে চহ্নি। আর ঝুমনো যে পথ দয়িে যতেে লাগলো দখেতে পলে বয়িে, সভা সমতিি, অন্ন প্রাশন ও অন্যান্য পূজা পার্বণ।

এইভাবে উমনো যবরাজরে সঙ্গে রাজার বাড়তিে এসে হাজরি হল। রনমিা ওদরে আসবার খবর বয্ব বউ বরণ করতে এলনে। কন্িতু বউ যমেনি হাতি থকেে নামলো তমেনি রাজার বাড়রি সংিহ দরজা তা হুড়মুর করে ভঙেে পড়ল,

যুবরাজরে মা অনকে বোকা ঝক করে বোউকে ঘরে তুললনে। এইদকিে কোটাল পুত্ররে মা বউ বরণ করতে এসে দখেলনে তাদরে বাড়রি লোহার গরদ গুলো সব সোনার হয়ে গছে।ে কোটাল পুত্ররে মা বোউকে কোলে করে আদর করে ঘরে তুললনে।

উমনো রাহবাড়তিে আসার পর মদ্র যুবরাজরে ধন ঐশ্বর্য বষিয় সম্পত্তি সব ক্রমে ক্রমে কোথায় চলে গলে। যুবরাজ একবোরে ভখিারী হয়ে পড়লনে। আর ঝুমনো কোটলরে বাড়তিে আসার পর থকেে কোটলরে বাড়ি ধন এশ্বর্য পরপিূর্ণ হয়ে সংসার

একবোরে উতলে পড়তে লাগলো, সারা দশেে প্রচার হয়ে গলে যে কোটাল পুত্র এক খুবই সুলক্ষণ যুক্ত ময়েে বয়িে কে এনছে।ে তাদরে এখন সব দকিে বার্বারন্ত।

মদ্র যুবরাজ উমনোকে অলক্ষী ভবেে নয়িে তার উপর খুবই চোটে গলেনে, উমনো তার সামনে এলে তাকে দূর দূর করে তাড়য়িে দতিে লাগলনে। শষে একদনি ঘাতক ডকেে বললনে এই দণ্ডইে উমনোকে কটেে তার রক্ত এনে ম আমাকে দখোও।

ঘাতক যুবরাজরে হুকুমে উমনোকে মশানে নয়িে গয়িে ছড়েদেলি, আর একটা শয়িালকে কটেে এনে তার রক্ত যুবরাজে কে দখোল। উমনো তখন ঝুমনোর কাছে গয়িে সবটাই খুলে বলল।

মায়রে পটেরে বোনরে এই রকম দুর্গতরি কথা শুনে ঝুমনো কাউকে জানতে না দয়িে তার বনে তার বাড়তিে লুকয়িে রাখল। এমন কি তার স্বামী কোটাল পুত্র

Published on: Jan, 09 2023 15:06

ও জানতে পারলনে না ঝুমনো বুঝল যে তার বোন ইতুর অসম্মান করছে তাই সে আজ এই বিপদে পড়ছে।

তখন থকে ঝুমনো আবার উমনোকে নিয়ে ঠকি নিয়ম মত ইতু পুজো করতে লাগলো। শেষে ইতু দেবী আবার উমনোর উপর সন্তুষ্ট হলনে। সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের দিন দিন বার্বারন্ত হতে লাগলো।

যুবরাজ একদিন স্বপ্নে দেখলনে যে, এক দেবী তাকে বলছনে "এখুনি উমনো রানীকে খুঁজে বাড়িতে না নিয়ে এলে তর সর্বনাশ হয়ে যাবে"। মদ্র যুবরাজ স্বপ্ন দেখার পর থকে খু বই চিন্তায় পড়লনে।

তিনি তো জানতনে যে ঘাতক উমনকে কেটে ফলেছে। শেষে যুবরাজ কোটাল পুত্রকে ডকে এনে স্বপ্নরে কথা জানালনে। কোটাল পুত্র তখন ঘাতক কে ডকে উমনোর কথা শুনলনে এবং খুব ভাবতে ভাবতে বাড়িতে চলে গলেনে।

কোটাল পুত্র উমনো আর যুবরাজ এর জন্য খুব দুঃখ করতে লাগলনে। ঝুমনো স্বামীর এই রকম চিন্তার কারণ জজ্ঞিসে করে উমনোর ব্যাপারে জানতে পারল।

তখন সে তার স্বামী কে বলল " মা ইতুদেবেরি আশীর্বাদে যুবরাজ আবার উমনকে ফরিে পতেে পারনে যদি আমার কথা মত কাজ করনে। তুমি যুবরাজকে বল যে আমাদরে বাড়ি থকেে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত কলাগাছ পুঁতে

তাঁবু ফলেে যদি কড়রি জাঙ্গাল দয়িে দতিে পাড়নে তাহলে আবার উমনকে ফরিে পতেে পারনে।" কোটাল যুবরাজকে সইে কথা বলল। যুবরাজ উমনকে পাওয়ার আশায় সমস্ত ব্যবস্থাই করে দলিনে।

ঝুমনো তখন উমনকে রাণীর সাজে সাজয়িে তাঁবুর মধ্যে দয়িে রাজবাড়তিে পাঠয়িে দলি। উমনোর চলার ওঠে দুর্বার শকিড় পড়ছেলি সইে দুর্বার শকিড়ে লগেে উমনোর প কটেে গলে।

যুবরাজ এটাতে খুবই রগেে গয়িে হুকুম দলিে এই দণ্ডে আঠারো হাঁড়রি মাথা আর তাদরে বুড়ি মাযরে চোখ দুটো উপরে অন হক। যুবরাজরে বলার সঙ্গে সঙ্গইে হুকুম মত কাজ করো হল।

যুবরাজ উমনকে নিয়ে রাজবাড়তিে ঢুকলনে। তারপর অগ্রহায়ন মাসে উমনো ইতুপুজো করল কিন্তু ইতুর কথা সুনবর মত রাজবাড়তিে কোন স্ত্রীলোক পলেনা।

Published on: Jan, 09 2023 15:06

উমনো তখন যুবরাজকে বলল যে একজন উপসি স্ত্রীলোক চাই, যে ইতুর কথা সংবে। যুবরাজ তখনই লোক পাঠালনে, রাজ্যরে মধ্যে যে স্ত্রীলোক উপসি আছে টকে রাজবাড়তিে নয়িে আসার জন্য।

রাজবাড়রি লোক ছুটল চারদিকিে কন্িতু রাজ্যে কোন উপসি ময়েে পলে না। শষেে তার সইে বুড়ি হাঁড়নিীকে জনেে ধরে আনলো। সে কছিুতইে অসবনো-সে বলতে লাগলো "ঐ অলক্ষ্মী রাক্ষসীর জন্য আমার আঠারো ছলেরে মাথা গলে আর আমি অন্ধ হয়ে গলেুম-আমি কছিুতইে সখোনে যাবনা।"

যায় হক রাজবাড়রি লোকরে তাকে জোর ধরে আনলো। সে উমনোর কাছে আসতইে উমনো তাকে বলল "বুড়মিা, তোমার কোন ভয় নইে, তুমি আমার ইতুর কথা শোনো, আবার তোমার সব হবে।"

বুড়ি তখন তার আঠারো ছলেরে আর তার চোখ ফরিে পাওয়ার জন্য বর চাইল। মা ইতু লক্ষ্মীর আশীর্বাদে তাই হল। বুড়ি তার আঠারো ছলেকেে আর নজিরে চোখ ফরিে পলে। এরপর হাঁড়নিী চারদিকিে বলে বড়োতে লাগলো যে

রাণী মা উমনোর ইতু লক্ষ্মী পুজোর কথা শুনে সে আবার তার সব ফরিে পয়েছে। তখন থকেে গোটা দশে বাসী সকলে ইতুর পুজো করে আনন্দে বসবাস করতে লাগলো।

ইতু লক্ষ্মী ব্রতরে ফল -এই ইতু ব্রত পূজা করলে ময়েরে যথার্থ সুখ-সম্পদরে অধকিারণিী ও স্বামীর প্রয়িা হয়ে থাকনে।

Published on: Jan, 09 2023 15:06